আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি, ২০২২

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি, ২০২২ তে ব্যবহৃত Abbreviations এর পূর্ণরূপ:

BTTC (বিটিটিসি)	-	Bangladesh Trade and Tariff Commission
DFQF (ডিএফকিউএফ)	-	Duty Free Quota Free
E-Commerce (ই-কমার্স)	-	Electronic Commerce
FTA (এফটিএ)	-	Free Trade Agreement
GSP (জিএসপি)	-	Generalized System of Preferences
LDC (এলডিসি)	-	Least Developed Country
MoFA (এমওএফএ)	-	Ministry of Foreign Affairs
NBR (এনবিআর)	-	National Board of Revenue
RTA (আরটিএ)	-	Regional Trade Agreement
SPS (এসপিএস)	-	Sanitary and Phyto-Sanitary Standards
SRO (এসআরও)	-	Statutory Regulatory Order
TBT (টিবিটি)	-	Technical Barriers to Trade
TEP (টিইপি)	-	Trade Expert Pool
TNC (টিএনসি)	-	Trade Negotiating Committee
ToR (টিওআর)	-	Terms of Reference
WTO (ডব্লিউটিও)	-	World Trade Organization

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি, ২০২২

প্রস্তাবনা:

২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী'র বর্ষ। এই ঐতিহাসিক বৎসরেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এবং বর্তমান সরকারের সময়োযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের গৌরব অর্জন করিয়াছে। এই উত্তরণ বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাক্ষর বহনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিয়াছে। তবে, একই সাথে বিষয়টি কিছু চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করিতে পারে। বাধাহীন ও টেকসই রূপান্তরের জন্য গ্রাজুয়েশনে প্রাপ্ত সুবিধার যথাযথ ব্যবহার করিয়া চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত পাঁচ দশকের পরিক্রমায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করিয়াছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের চ্যালেঞ্জ, অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বান্ধব নীতি প্রণয়ন করিয়া এবং ইহা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে। বাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হাতিয়ার - এই বৈশ্বিক ধারণাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করিয়া বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কোটা মুক্ত অগ্রাধিকার বাজার সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিয়াছে। বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়ন সাফল্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ২০২১-২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১-এ বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হইবার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করিয়াছে। স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের জন্য জিএসপি সুবিধাসমূহ সংকুচিত হইতে পারে। মসৃণ এবং টেকসই গ্রাজুয়েশনের লক্ষ্যে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা ধরিয়া রাখা এবং নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল কর্মসূচির পরিপূরক হিসাবে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর বর্তমানে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরটিএর-এর বিস্তার একটি বাস্তবতা। এই বাস্তবতার সহিত সংগতি রাখিয়া বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে আরটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক এবং আঞ্চলিক উদ্যোগসমূহে অংশগ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি।

সমসাময়িককালে সম্পাদিত আরটিএসমূহের পরিধি পূর্বের তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আরটিএসমূহ শুধুমাত্র পণ্যের অবাধ বাণিজ্য (trade in goods) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। পণ্য বাণিজ্যের পাশাপাশি সেবা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা এই সকল আরটিএ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্ণিত আরটিএসমূহ পণ্য ও সেবা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অধিকতর গভীর। চলতি ধারার আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ ইহা ছাড়াও WTO-X নামে পরিচিত বিষয়সমূহ যেমন: মেধাসত্ব (intellectual property rights), বাণিজ্য সহজিকরণ (trade facilitation), সরকারি ক্রয় (government procurement), শ্রমশক্তি (labour issues), পরিবেশ সংরক্ষণ (environment conservation), লিঙ্গ সমতা (gender equality), প্রতিযোগিতা নীতি (competition policy), ই-কমার্স ও ডিজিটাল বাণিজ্য (e-commerce and digital trade), বিরোধ নিষ্পত্তি (dispute settlement) অন্তর্ভুক্ত করে।

বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবার অধিকতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে বিদ্যমান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং আইন ও বিধি-বিধানসমূহ সমন্বিত করা প্রচলিত ধারার আরটিএ সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, অভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, চুক্তি সম্পাদনের ফলে রাজস্ব অভিঘাত হ্রাসকরণসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অসামঞ্জস্যতা দূর করিয়া বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ একই সমান্তরালে শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং কাঠামোগত পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

২০১০ সালে প্রণীত Policy Guidelines on Free Trade Agreement, 2010 অনেকাংশেই সংরক্ষণমূলক এবং ইহার পরিধি ছিল সীমিত, যাহা বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম নহে। এমতাবস্থায়, স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সমসাময়িক আরটিএ প্রবণতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আরটিএ পলিসি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আরটিএ পলিসি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিয়া পণ্য বহুমুখিকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ পণ্য ও সেবা খাত বিস্তৃতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। আরটিএ পলিসিটি বর্ণিত উদ্দেশ্য

সাধনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, ব্যবসা সহজিকরণ, মেধাসত্ত্ব, ই-কমার্স ও ডিজিটাল বাণিজ্য, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শ্রম শক্তির অবাধ যাতায়াত, প্রতিযোগিতা নীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সংযোগ স্থাপন ও পরিধি বিস্তৃতকরণে ভূমিকা রাখিবে।

১.০। শিরোনাম:

এই নীতি "আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) নীতি, ২০২২" নামে অভিহিত হইবে।

২.০। সংজ্ঞা:

(ক) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ): আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) বলিতে ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে দুই বা ততোধিক দেশ কিংবা বাণিজ্য জোট-এর মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি-কে বুঝাইবে।

৩.০। লক্ষ্য:

এই আরটিএ নীতি'র লক্ষ্য হইল চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশ / অঞ্চলসমূহের সহিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক সুগভীরকরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তি নেগোসিয়েশন, স্বাক্ষর এবং বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করিবার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার অবাধ বাণিজ্য উৎসাহিত করিয়া জাতীয় অর্থনীতি ও জনকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

৪.০। উদ্দেশ্য:

আরটিএ নীতির উদ্দেশ্য হইল নিম্ন-বর্ণিত ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান:

(১) আরটিএ সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশ বা বাণিজ্য জোট সনাক্তকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(২) নেগোসিয়েশনের জন্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বিষয়াদি এবং ইহাদের পরিধি নির্ধারণ;

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা;

(৪) নেগোসিয়েশনের কৌশল নির্ধারণ;

(৫) আরটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পাদন;

(৬) চুক্তি স্বাক্ষর; এবং

(৭) আরটিএ বাস্তবায়ন এবং ইহার অভিঘাত মূল্যায়ন।

৪.১। আরটিএ সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশ বা বাণিজ্য জোট সনাক্তকরণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ:

দেশ বা বাণিজ্য জোট নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাইবে -

(ক) রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দিক-নির্দেশনা;

(খ) প্রতিবেশী দেশ ও বাণিজ্য জোট, ভৌগোলিক নৈকট্য ও সংযোগ, কূটনৈতিক সম্পর্ক, ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদার দেশসমূহকে প্রাধান্য প্রদান;

(গ) বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোন রপ্তানি অঞ্চলের জোটভুক্ত সদস্য দেশ;

(ঘ) অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় দেশ যাহার সহিত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(ঙ) পণ্য বহুমুখিকরণ সম্ভাবনা, বাজার সম্প্রসারণ সম্ভাবনা এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য রহিয়াছে এইরূপ দেশ বা বাণিজ্য অঞ্চল;

(চ) স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উত্তরণের ফলে যেই সকল দেশ বা অঞ্চলে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা সংকুচিত হইতে পারে ঐ সকল দেশ বা বাণিজ্য অঞ্চল;

(ছ) বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সদিচ্ছা রহিয়াছে এই রূপ দেশ বা বাণিজ্য অঞ্চল;

(জ) প্রযুক্তি হস্তান্তর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজিকরণ, পণ্যমান উন্নয়ন বা পারস্পরিক পণ্যমানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় দেশ বা বাণিজ্য অঞ্চল; এবং

(ঝ) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় বৃহৎ বাণিজ্য অঞ্চল চুক্তি '(mega RTA)-তে যোগদান।

৪.২। নেগোসিয়েশনের জন্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বিষয়াদি এবং ইহাদের পরিধি নির্ধারণ:

সম্ভাব্য দেশ বা অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে:

(ক) পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসকরণ, অশুল্ক বাধা দূরীকরণ, রুলস অব অরিজিন (rules of origin) সহজীকরণ, কাস্টমস সহযোগিতা, বাণিজ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, SPS, TBT প্রমিতকরণ ইত্যাদি;

(খ) সেক্টর ভিত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে সেবা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে শ্রমশক্তি (natural persons)-এর অবাধ চলাচলসহ অন্যান্য সেবাসমূহ ধাপে ধাপে উদারীকরণ করা হইবে;

(গ) পারস্পরিক স্বার্থে মেধাসত্ত্ব (intellectual property rights), শ্রম ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা নীতি, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পণ্যমান উন্নয়ন, পণ্যের মানদন্ডের পারস্পরিক স্বীকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্য ও সেবা আহরণে সরকারি ক্রয় নীতি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে সহযোগিতা; এবং

(ঘ) চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য বাণিজ্য সহজিকরণ কার্যক্রম, বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

৪.৩। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা:

মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে কার্যবন্টন (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। তদানুযায়ী মন্ত্রণালয় ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠনপূর্বক নিম্ন-লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত নেগোসিয়েশনের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করিবে:

(ক) দেশের প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি-বিধান;

(খ) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সকল চুক্তি;

(গ) বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন এবং ঘোষণা;

(ঘ) আরটিএ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধানসমূহ; এবং

(ঙ) বাণিজ্য ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা।

৪.৪। নেগোসিয়েশনের কৌশল নির্ধারণ:

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে নিম্ন-বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে। তবে, নেগোসিয়েশনকালে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ধাপের সংখ্যা ও ক্রম পরিবর্তন হইতে পারে।

৪.৪.১। প্রাক-নেগোসিয়েশন কার্যক্রম:

(ক) সরাসরি নেগোসিয়েশন শুরু: সরকার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যে কোন দেশ কিংবা বাণিজ্য অঞ্চলের সহিত স্বত:প্রণোদিতভাবে বা কোনো দেশ কিংবা বাণিজ্য অঞ্চলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন শুরু করিতে পারিবে।

(খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা: আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি নেগোসিয়েশন শুরু করিবার পূর্বে সাধারণভাবে দেশের অনুকূল ও প্রতিকূল স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ইহার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করিবার লক্ষ্যে স্বত:প্রণোদিতভাবে অথবা আগ্রহী দেশ বা বাণিজ্য জোটের সহিত যৌথভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিজে অথবা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করিবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সিটিটিউট (বিএফটিআই), বেসরকারি গবেষণা সংস্থা, একাডেমিয়া, থিংক ট্যাংক বা যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করিবার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করিবার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যৌথ সমীক্ষা গ্রুপে প্রতিনিধিত্ব করিবার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করিবে। কমিটি অপর পক্ষের সহিত যৌথভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদনের খসড়া চূড়ান্ত করিবে।

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হইতে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক তথ্য, বিধি-বিধান ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর পরামর্শ গ্রহণ: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালায় উপস্থাপন করিতে হইবে। কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজনগণ উপস্থাপিত খসড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(ঘ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ: কর্মশালায় প্রাপ্ত পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(ঙ) আরটিএ-এর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব প্রেরণ: সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল কিংবা সরকারের নির্দেশনার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় আরটিএ নেগোসিয়েশন শুরু করিবার বা না করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে কূটনৈতিক মাধ্যমে সম্ভাব্য আরটিএ পার্টনারের নিকট আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।

(চ) আরটিএ পার্টনারের সম্মতি: সংশ্লিষ্ট আরটিএ পার্টনারের সম্মতি পাইবার পর মন্ত্রণালয় নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া শুরু করিবে।

৪.২.২। নেগোসিয়েশন কার্যক্রম:

(ক) ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠন: সম্ভাব্য আরটিএ পার্টনারের সম্মতি পাইবার পর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একজন চিফ নেগোসিয়েটর, একজন ডেপুটি চিফ নেগোসিয়েটর, একজন ফোকাল পয়েন্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের মাধ্যমে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠন করিবে। TNC প্রধানত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ডব্লিউটিও সেল এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ / ডিপার্টমেন্ট / সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ / ডিপার্টমেন্ট / সংস্থার প্রতিনিধিগণের নিজ নিজ সংস্থার ম্যান্ডেট থাকিতে হইবে। প্রয়োজনে TNC-তে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট, বেসরকারি সংস্থা ও একাডেমিয়ার প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। কার্যক্রমে সহায়তা করিবার জন্য TNC প্রয়োজন ও কার্যাবলির উপর ভিত্তি করিয়া technical working group(s) গঠন করিতে পারিবে।

(খ) কার্য পরিধি (ToR) ও কর্ম পরিকল্পনা:

TNC প্রথম বৈঠকে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে কার্য পরিধি এবং একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করিবে। আরটিএ নেগোসিয়েশনের কৌশল দেশ ও বণিজ্য জোট অনুযায়ী ভিন্নতর হইতে পারে বিধায় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কার্য পরিধি এবং কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা যাইতে পারে।

(গ) আরটিএ-এর পরিধি:

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করিয়া TNC নেগোসিয়েশনের পরিধি নির্ধারণ করিবে যাহাতে উভয় পক্ষের জন্যই win-winঅবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

(ঘ) তথ্য সংগ্রহ:

নেগোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে TNC সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ / ডিপার্টমেন্ট / সংস্থার ও বেসরকারি সংস্থার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নেগোসিয়েশন ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার, প্রকাশ বা সরবরাহ করা যাইবে না।

(ঙ) পরামর্শ গ্রহণ:

নেগোসিয়েশন চলাকালে প্রয়োজন অনুসারে TNC সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন: সরকারি দপ্তর / সংস্থা, বেসরকারি খাত / সংস্থা, থিংক ট্যাংক, একাডেমিয়া ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে। নীতি নির্ধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সমন্বয়ে সরকারি দপ্তর / সংস্থা গঠিত হইতে পারে।

(চ) আরটিএ বিষয়বস্তু:

আরটিএ পার্টনারের সহিত পরামর্শেক্রমে TNC আরটিএ বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ও পরিধিসহ খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করিবে। আরটিএ বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রধানত নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) পণ্য বাণিজ্য (trade in goods);

(খ) রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin);

(গ) প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুল (Product Specific Rule);

(ঘ) স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি মেজারস (Sanitary and Phyto-Sanitary Measures);

(ঙ) টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (Technical Barriers to Trade);

(চ) বাণিজ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (Trade Remedial Measures);

(ছ) বাণিজ্য সহজিকরণ (Trade Facilitation);

(জ) সেবা বাণিজ্য (Trade in Services);

(ঝ) বিনিয়োগ (Investments);

(ঞ) মেধাসত্ব (Intellectual Property Rights);

(ট) শ্রমশক্তি (Labour issues);

(ঠ) লিঙ্গ সমতা (gender equality);

(ড) ই-কমার্স ও ডিজিটাল বাণিজ্য (E-Commerce and Digital Trade);

(ঢ) প্রযুক্তিগত সহায়তা (Technical Assistance);

(ণ) প্রতিযোগিতা নীতি (Competition Policy);

(ত) সরকারি ক্রয় (Government Procurement);

(থ) সহযোগিতা ও উন্নয়ন (Cooperation and Development);

(দ) বিরোধ নিষ্পত্তি (Dispute Settlement);

(ধ) পরিবেশ সংরক্ষণ (Environment conservation);

(ন) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (institutional arrangement); এবং

(প) মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি (Payment settlement system)

৪.৫। আরটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পাদন:

নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া সমাপ্তির মাধ্যমে আরটিএ চূড়ান্তকরণের পর স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নিম্ন-বর্ণিত অভ্যন্তরীণ ধাপগুলি অনুসরণ করিতে হইবে:

(ক) দেশের অভ্যন্তরীণ আইন, ডব্লিউটিও এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সহিত সাযুজ্যকরণ;

(খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হইতে ভেটিং গ্রহণ; এবং

(গ) মন্ত্রিসভায় অনুমোদন গ্রহণ।

৪.৬। আরটিএ স্বাক্ষর:

অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পরে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে আরটিএ চুক্তি স্বাক্ষরের দিন-ক্ষণ নির্ধারণ ও স্বাক্ষর করা হইবে। সরকার কর্তৃক মনোনীত মাননীয় মন্ত্রী/কর্মকর্তা চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন।

৪.৭। আরটিএ বাস্তবায়ন এবং ইহার অভিঘাত মূল্যায়ন:

স্বাক্ষরিত আরটিএ বাস্তবায়ন ও ইহার অভিঘাত মূল্যায়নের নিমিত্ত নিম্ন-বর্ণিত ধাপগুলি অনুসরণ করা যাইতে পারে:

(ক) আরটিএ অনুসমর্থনকরণ;

(খ) ডব্লিউটিও-তে অবহিতকরণ (notification);

(গ) সংশ্লিষ্ট এসআরও ও আদেশ জারি; এবং

(ঘ) শিল্প, বাণিজ্য, জনকল্যাণ এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে আরটিএ-কে পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন করিতে হইবে। বিরূপ প্রভাবের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.০। **ট্রেড এক্সপার্ট পুল:**

বাণিজ্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও নেগোসিয়েশনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ইত্যাদির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ট্রেড এক্সপার্ট পুল গঠন করিতে পারিবে। উক্ত পুলে প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থা, থিংক ট্যাংক এবং একাডেমিয়া-এর প্রতিনিধিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

৬.০। এই নীতি Policy Guidelines on Free Trade Agreement, 2010-কে প্রতিস্থাপন করিবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হইবে।